WBCLA
Newsletter
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র
Vol. XXVIII January - December, 2019, No. 1 - 4

সম্পাদকীয়

১৯৬২ সালে জন্ম নেওয়া "পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি" পা পা করে এগোতে এগোতে আজ আটান্ন বছর অতিক্রম করতে চলেছে। সমিতি তার জন্ম লগ্ন থেকেই সদস্যদের পেশাগত পদমর্য্যাদা রক্ষার্থে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নানা রকম অমানবিক কিংবা অপমানজনক আচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার নিরলস আন্দোলন জারি রেখে চলেছে। সমিতি তার সদস্যদের সক্রিয় নৈতিক, আর্থিক সমর্থনের কারণে একের পর এক আন্দোলনে সফল হতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কলেজ গ্রন্থাগরিকদের শিক্ষক পদমর্য্যাদা অর্জনের ইতিহাসের কথা কখনোই ভুলতে পারবো না। সরকারী স্তরে বহু আবেদন নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে বিষয়টি নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এবং দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের পর মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় দান এবং যার ফলস্বরূপ গত ইংরাজী ২৪.০৪.২০১৪ তারিখে সরকারী নির্দেশিকা (Ref. G.O. No. 348 Edn (CS)/LC - 1662.2005 dated 24.04.2014) যার দ্বারা কলেজ গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের ন্যায্য পেশাগত পদমর্য্যাদা (অর্থাৎ কলেজ শিককের পদমর্য্যাদা) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে আইন প্রনয়ন করে [The West Bengal University and College (Administration and Regulation) Act, 2017] তাতে স্পষ্ট করেই কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষক পদমর্য্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজ আর কলেজ গ্রন্থাগারিকদের হীনমন্যতায় ভুগতে হয় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনও পর্যন্ত খোদ বিকাশ ভবনের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ফাইল ব্যবস্থাপনায় কলেজ গ্রন্থাগরিক সংক্রান্ত ফাইল Non Teaching category-তে রাখা হচ্ছে। সমিতির পক্ষ থেকে বারংবার এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও নানা কুযুক্তির অবতারনায় (যেমন এত কলেজের এত ফাইল থেকে গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত কাগজপত্র বের করে নতুন করে ফাইল করা দূরূহ কাজ, অপ্রতুল কর্মী সংখ্যা, ইত্যাদি) এখনও স্থিতাবস্থা বজায় রেখে চলেছে। এ ব্যাপারে ন্যায় বিচার পেতে প্রয়োজন বৃহত্তর আন্দোলনে নামার জন্য সমস্ত সদস্যদের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে আবেদন জানাই। পরিস্থিতি তেমন হলে ন্যায় বিচারের জন্য শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হতে হলে সমিতি পিছপা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমিতির সাফল্যকে তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন ন্যায্য দাবিদাওয়া বৃহত্তর আঙ্গিনায় পৌছে দিতে আমরা AIFUCTO -এর সার্বিক সহযোগিতা সব সময় পেয়ে এসেছি। এ বছর ০৭.১২.২০১৯ থেকে ০৯.১২.২০১৯ ওড়িশার ভূবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত AIFUCTO -এর ৩০ তম Statutory Conference -এ সমিতির পক্ষে থেকে ডঃ রবীন্দ্রনাথ কর এবং শ্রী পঙ্কজ কুমার জানা (সাধারণ সম্পাদক, WBCLA) প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যান্য দাবির মধ্যে দুটি বিশেষ দাবি যাতে U.G.C. -এর নজরে আনা যায় সেজন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার জানা তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। সেগুলি হ'ল ১) গ্রন্থাগার পরিষেবা ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সহ-অধ্যাপক / সংযুক্ত অধ্যাপক / অধ্যাপক এই সব অভিধায় ভূষিত করা হোক। ২) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালিন কলেজ গ্রন্থাগারিকরা যেমন U.G.C. থেকে MRP পেতেন, তা যেন পুনরায় চালু করা হয়।

আনন্দের কথা এই যে আমাদের এই দুটি দাবি AIFUCTO তাদের গৃহীত দাবি সনদে উল্লেখ করেছে। সে কারণে AIFUCTO পদাধিকারীদের সমিতিরপক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

আর একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হ'ল গত এক বছর ধরে লাগাতার চেষ্টা করেও গত ৩০.০৯.২০০৪ তারিখে অথবা তার আগে অবসর নেওয়া কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ২৪০ দিনের Leave Encashment সরকারের ঘর থেকে আমরা আদায় করতে সক্ষম হইনি। নতুন নতুন officer নতুন করে নানা প্রশ্ন তুলছেন। আমরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই, শেষ চেষ্টা চালেয়ে যাচ্ছি। আমাদের বরিষ্ট এই সকল পেশাগত সহকর্মীদের কাছে অনুরোধ আর একটু ধৈর্য্য ধরুন, সাফল্য অবশ্যই আসবে।

পরিশেষে, সমিতির সকল সদস্যদের কাছে সর্নিবন্ধ অনুরোধ, যে যাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমিতির হাত শক্ত করুন।